ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ **সারাদিন**

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'মেকআপ ছাড়া শ্রাবন্তী বেশি সুন্দর'

পৃঃ ৫

ক্যারিয়ার সেরা র‍্যাংকিংয়ে রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২২৭ ● কলকাতা ● ০৩ ভাদ্র, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২০ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

লেখক ও সাংবাদিক এবং সম্পাদকের প্রাণহানি হলে তার দায় কে নেবে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে যত বড় ঘটনা ঘটে যাক না কেন সব ঘটনা লঘু করে দেখানো হয় শাসকদলের পক্ষ থেকে। কেউ যদি খুন হয়ে যায় সেটাও ছোট ঘটনা, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য দুর্নীতি সেটাও ছোট ঘটনা। ধর্ষণের ফলে খুন সেটাও ছোট ঘটনা, কারোর প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে পুলিশ জানে তার পরে সেটাও পুলিশ চাইছে খুন হয়ে যাক। তা না হলে কেনই বা তারা নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করছে, রাজ্যে পর্যাপ্ত পুলিশ নেই বলে বারবার পুলিশ প্রশাসন এই বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। এ রাজ্য এক হাস্যকর রাজ্যে পরিণতি করছে শাসক দল । তারা যদি চায় তো তাহলে সর্বদায় সমানভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারতেন পুলিশের কর্মরত আধিকারিকরা। পুলিশের কাছে সমস্ত তথ্য থাকার পর পুলিশ নিরাপত্তা দিতে ভয় পায়, আবার এই পুলিশ শাসকের বিরুদ্ধে কাজ করার সাহসিকতা তো দেখায় না। সত্য ঘটনাকে উদঘাটন করতে ভয় পাচ্ছে প্রসাশরে একাংশ রা, যে প্রতিবাদ করবে সেই ব্যক্তিকে হয় মিথ্যা মামলায় তাকে জেলে বলা হবে। না হয়তো কৌশল করে যে কোনভবে খুন করে দেয়া হবে, সেটা যদি না করতে পারে তাহলে রাতারাত্রি তার জমি কেড়ে নেওয়ার জন্য বি এল আর অফিসকে দিয়ে রেকর্ড অন্য নামে হয়ে যাবে। এমনই ঘটনা ঘটে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের ১৮ বাকি অঞ্চলের হেদিয়া গ্রামের সাংবাদিক

এরপর ৩ পাতায়

পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মুখ কে?

আপনি কাকে মনে করেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজপথ, বর্তমানে এই প্রশ্নে তোলপাড় হচ্ছে গোটা দেশ। পথে নেমেছেন টলিপাড়ার শিল্পীরাও। আরজি কর কাণ্ডে রে-রে করে ওঠা সমাজের একাংশ আবার তুলছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি। যা নজর এড়ায়নি অভিনেতা জিতু কামালের। তাই এবার সেই সমাজকেই একটা প্রশ্ন ছুড়েদিলেন তিনি।পুলিশ সূত্রে খবর, ১৪ তারিখ আরজি করের উল্টো দিকেই ধরনা কর্মসূচি ছিল বামেদের। মঞ্চ করে ধরনা দিচ্ছিল তারা। মীনাক্ষীও ছিলেন সেখানে। তবে যখন ঝামেলা শুরু হয় কার্যত ছত্রখান হয়ে যায় ওই চত্বর। এখানেই পুলিশ জানতে চায়, সেই সময় কোথায় ছিলেন মীনাক্ষীরা। যদিও মীনাক্ষীর এই বিক্ষোভ প্রথম নয়। তিলোত্তমার শবদেহের গাড়ি আটকে আওয়াজ তুলেছিলেন তিনি। চেয়েছিলেন ন্যায় বিচার। রাজনৈতিক রঙ ভুলে সকলকে একযোগে পথে নামার আহবারনও জানিয়েছেন মীনাক্ষী।অবশ্যই লিখেদিলেন তা এক রাজনৈতিক প্রশ্ন। কী প্রশ্ন ছুড়লেন অভিনেতা? সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন, 'ধরুন, কাল মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলো। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী মুখ কে? আপনি কাকে মনে করেন?'

এরপরই কমেন্ট বক্স ভরে উঠল প্রতিক্রিয়ায়। তবে যে নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে নজরে এল তা হল হল বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নাম। অধিকাংশ কমেন্টেই কেউ না কেউ উল্লেখ করলেন তাঁরা দেখতে চান এই বামনেত্রীকে। প্রসঙ্গত আরজি কর কাণ্ডে প্রথম থেকেই সুর চরিয়েছেন অভিনেতা জিতু। বরাবরই তিনি বামপন্থায় বিশ্বাসী। যদিও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে তিনি লিখেছিলেন ঈচওগ ছেড়ে দিচ্ছেন।

অন্যদিকে আরজি কর কাণ্ডে মাঠে নেমে লড়াই করছেন মীনাক্ষী। ১৪ অগস্ট রাতে আরজি করে যে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে, তার তদন্তে নেমে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ ৭ জনকে তলব করেছে পুলিশ। তাতে ধরপাকড় ইতিমধ্যেই শুরু করেছে লালবাজার। এখনও অবধি ৩০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এরইমধ্যে ডিওয়াইএফআই নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়-সহ ৭ জনকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রজ্জ্বল

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের** উদ্যোগে

শিশু কিশোর আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। **আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।**

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

হাসপাতালে মহিলাদের সুরক্ষায়

একাধিক সিদ্ধান্ত রাজ্যের

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বাংলার সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য শনিবার একাধিক নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব রাজ্যের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে সেই নিয়মবিধি চালু করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্নে মহিলা সুরক্ষায় ১৫ দফা পদক্ষেপের কথা জানানো হয়েছে।

কী-কী রয়েছে 'রাত্তিরের সাথী' কর্মসূচিতে-

১) রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, বিভিন্ন হস্টেল-সহ বিভিন্ন জায়গায় মহিলা কর্মজীবীদের জন্য আলাদা শৌচালয় ও বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২) মহিলা কর্মজীবীদের নিরাপত্তার জন্য রাতে কর্মস্থলে রাখা হব্বেরাত্তিরের সাথ্বী নামে বিশেষ মহিলা স্বেচ্ছাসেবক।

৩) প্রতিটি কর্মস্থল সিসি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। ২৪ ঘন্টা ধরে চলবে বিশেষ নজরদারি।

৪) মহিলা কর্মজীবীদের জন্য চালু করা হচ্ছে বিশেষ সঙ্কেতযুক্ত বিশেষ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন (মোবাইল অ্যাপ)। প্রতিটি মহিলা কর্মজীবীর ফোনে ওই মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। মোবাইল অ্যাপের সঙ্গে স্থানীয় থানার যোগাযোগ থাকবে। অর্থাৎ কোনও মহিলা কর্মজীবী বিপদে পড়লে ওই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেই সরাসরি থানায় বিশেষ বার্তা পাঠাতে পারবেন।

৫) মহিলা কর্মজীবীদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু হচ্ছে। আপাতত ১০০ ও ১১২ নম্বরে সাহায্য চেয়ে ফোন করতে পারবেন।

৬) জেলা হাসপাতাল থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজগুলিতে ঢোকা প্রত্যেকেরই শ্বাস পরীক্ষা করা হবে। অর্থাৎ কেউ মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন কিনা, তা দেখা হবে।

৭) মহিলা কর্মজীবীদের যৌন নির্যাতন রুখতে প্রতিটি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ-সহ বিভিন্ন অফিসে বিশাখা কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৮) হাসপাতাল-মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন অফিসে মহিলাদের নৈশকালীন ডিউটি বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে মহিলা কর্মজীবীর সঙ্গে তাঁর পরিচিত কিংবা কোনও মহিলা সঙ্গিনীকে ডিউটি দেওয়া হয় তার উপরে বিশেষ জোর দিতে বলা হয়েছে।

বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও 'রাত্তিরের সাথী' প্রকল্প কার্যকর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আরও বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল

ক) প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মহিলা হস্টেলে রাত ভর চলবে বিশেষ পুলিশ পেট্রলিং।

খ) মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন থেকে চিকিৎসক-সহ প্রতিটি কর্মীকে গলায় ঝোলাতে হবে সচিত্র পরিচয়পত্র।

গ) নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা আধিকারিক নিযুক্ত করা হচ্ছে। তাঁরাই পুরো নিরাপত্তা তদারকির দায়িত্বে থাকবেন।

ঘ) কোনও মহিলা চিকিৎসক কিংবা কর্মীকে একটানা ১২ ঘন্টার বেশি ডিউটি দেওয়া যাবে না।

ঙ) সম্ভব হলে মহিলাদের নাইট ডিউটি থেকে বাদ দেওয়া হবে।

পবিত্র রাখি বন্ধনে সামিল হলো

সীমান্ত রক্ষা বাহিনী

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : পবিত্র রাখি বন্ধনে সামিল হলো সীমান্ত রক্ষা বাহিনী তথা বিএসএফ। এদিন রাখি বন্ধনের পূণ্য তিথিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের এক বেসরকারি বিদ্যালয় ১৩৭ ব্যাটেলিয়ন বিএসএফ কে রাখি পরিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারকের এটিএম কার্ড হাতিয়ে টাকা

তোলার অভিযোগ উঠল সেই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিযোগের তীর এক সিভিক ভলান্টিয়ারের দিকে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারকের এটিএম কার্ড হাতিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ উঠল সেই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে।তদন্তে নেমে ঐ এটিএমের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। তারপরই রবিবার, বিকেলে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে তারা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, আর জি কর কাণ্ডেও অভিযুক্ত হয়েছেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার।

সেই ধৃত এখন সিবিআই হেফাজতে। তবে সেখানেই শেষ নয়। গত ১০ অগস্ট মধ্যরাতে মত্ত অবস্থায় মহিলা চিকিৎসককে হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে আরেক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।

আর এবার আবারও কলকাতার বুকে সিভিকের কুকর্ম। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের এটিএম কার্ড হাতিয়ে নিয়ে টাকা চুরির অভিযোগ উঠল আরেক সিভিক ভলানিটয়ারের বিরুদ্ধে।জানা যাচ্ছে, ঐ বিচারকেরই নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন সেই অভিযুক্ত। তাঁকে গ্রেফতার করেছে কলকাতার ফুলবাগান থানার পুলিশ।সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে, সেই অভিযুক্ত নিজে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের এটিএম কার্ড হাতিয়ে নিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, কলকাতায় বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত দায়রা আদালতের বিচারক বিশ্বনাথ দে। আর তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন মহম্মদ হাসান গাজি নামে একজন সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁর বয়স ৩৫ বছর। এমনিতে মগরাহাট থানায় তিনি নিযুক্ত হলেও, আপাতত অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের নিরাপত্তার দায়িত্বই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, অবসরপ্রাপ্ত বিচারকের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাঁর এটিএম কার্ড হাতিয়ে নেয় সেই সিভিক। হাসপাতালের কাছে একটি এটিএম থেকে প্রায় ৪০ হাজার টাকা তুলে নেন তিনি। এরপরই ফুলবাগান থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

Essilor® বিরাট কোহলিকে সামনে রেখে

নতুন ব্র্যান্ডের প্রচার শুরু করেছে

নতুন ক্যাম্পেইন সিঙ্গেল ভিশন ভোক্তাদের জন্য Eyezen® এবং প্রগ্রেসিভ গ্রাহকদের জন্য Varilux®-এর অনন্য এবং উন্নততর সুবিধা তুলে ধরে

কলকাতা ৬, আগস্ট ২০২৪: নিউজ সারাদিন : Essilor®, বিশ্বব্যাপী প্রেসক্রিপশন লেন্সের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড, ভারতের ব্র্যান্ড ফেস বিরাট কোহলিকে সামনে রেখে তাদের নতুন প্রচারাভিযান চালু করেছে। ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হল ব্র্যান্ডের অবস্থানকে শক্তিশালী করা এবং দর্শকদেরকে Essilor-এর উন্নততর পণ্য অফারগুলির সাথে সংযুক্ত করা যা দৃষ্টি সংশোধনের প্রয়োজনের সমাধান প্রদান করে।

প্রচারণার প্রথম পর্ব Eyezen®-কে তুলে ধরে, এটি Essilor®-এর পক্ষ থেকে আসা একক লেন্স, যারা ডিজিটাল ডিভাইসের সামনে দীর্ঘ সময় ধরে উন্মুক্ত থাকেন তাদের জন্য। ক্যাম্পেইন ফিল্মটি দীর্ঘ সময় ধরে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করা এবং চোখের চাপ ও ক্লান্তির মুখোমুখি হওয়া একাধিক পরিস্থিতি চিত্রিত করে। কোহলি, একজন Eyezen® পরিধানকারী হিসেবে, দেখা যায় যে আইজেন লেন্সের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করছেন, কীভাবে এগুলি ডিজিটাল স্ক্রিন থেকে চাক্ষুষ ক্লান্তি কমাতে এবং নীল-বেগুনি আলো ফিল্টার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, একটি অনন্য সমন্বয় যা চোখের শিথিলতা এবং সুরক্ষা প্রদান করে।

প্রচারের দ্বিতীয় ধাপটি Varilux® -কে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে, Essilor®-এর প্রগ্রেসিভ লেন্স, যা প্রেসবায়োপিয়া সম্পর্কিত দৃষ্টি সমস্যা সংশোধন করতে ব্যবহৃত হয়। (২) ক্যাম্পেইন ফিল্মটি বিরাট কোহলিকে পূর্ববর্তী বছর থেকে তার কোচের কাছে Varilux®-এর প্রচারক এবং উকিল হিসাবে দেখায়। ফিল্মে দুজনেই একটি রেস্তোরাঁয় কথোপকথন করছেন যেখানে কোহলি তার কোচের লক্ষণীয় সংগ্রাম পর্যবেক্ষণ করেছেন, যিনি একটি নন-প্রগ্রেসিভ লেন্স পরেছেন কাছের দূরত্বে ডিজিটাল ডিভাইস দেখার জন্য। কোহলি পরামর্শ দিয়েছেন যে তার কোচ Varilux® লেন্স ব্যবহার করে এই ধরনের অসুবিধা এড়াতে এবং আরও ভাল দৃষ্টি পেতে পারেন। ফিল্মটি Varilux® প্রগ্রেসিভ লেন্সের সাহায্যে প্রেসবায়োপিয়া সংশোধন করার জন্য অও প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে।

নরসিমহান নারায়ণন যিনি, ঊংংরষড়ৎখীড়ঃঃরপধ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেসিডেন্ট তিনি বলেন, "ঊংংরষড়ৎ৺-এ, আমরা গ্লোবাল স্পোর্টস আইকন - বিরাট কোহলির সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব চালিয়ে যেতে এবং আমাদের গ্রাহকদের জন্য একটি নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায় উন্মোচন করতে পেরে রোমাঞ্চিত। আমাদের উন্নত প্রযুক্তি এবং Eyezen® এবং Varilux® এর মতো উন্নত পণ্য আবিষ্কার করার সময় সব বয়সে পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

"নতুন ক্যাম্পেইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিরাট কোহলি শেয়ার করেছেন, "আমি নিজে একজন Eyezen® পরিধানকারী এবং এই লেন্সগুলি যে প্রচুর আরাম এবং সুরক্ষা প্রদান করে তা ভালোবাসি। Essilor বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি যত্নে বিপ্লব ঘটাতে অগ্রগণ্য এবং আমি তাদের উদ্ভাবনী পণ্য এবং প্রতিটি লেন্স কীভাবে ব্যক্তিগত দৃষ্টি যত্নের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তৈরি করা হয় সেটি শেয়ার করতে পেরে দারুন উদগ্রীব হয়ে পড়েছি।"

নেটওয়ার্ক অ্যাডভার্টাইজিং প্রাইভেট লিমিটেড হল বিরাট কোহলির সাথে নতুন প্রচারের পিছনে সৃজনশীল সংস্থা। শায়নদীপ পাল, নেটওয়ার্কের চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার ক্যাম্পেইনটির পিছনে তার অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করেছেন, "এটা প্রতিদিন হয় না যে আপনি এমন কোনও সেলিব্রিটির সাথে কাজ করবেন যিনি, বাস্তব জীবনে, তিনি এমন একটি ব্র্যান্ড ব্যবহার করেন যা তিনি অনুমোদন করেন এবং এটি আমাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছে - এমন একটি স্ক্রিপ্ট লিখতে যা ১০০% সত্যিকারের দেখতে এবং অনুভব করে।" সমন্বিত বিপণন প্রচারাভিযানটি সারাদেশে টিভি, সামাজিক ও ডিজিটাল চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে।

(১) DZm: Euromonitor, Eyewear 2023 সংস্করণ; Essilor ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি; RSP এ বিশ্বব্যাপী খুচরা মূল্য বিক্রয়।

(২) প্রায় ৪০ বছর বয়স থেকে, একজনের কাছের বস্তুগুলিতে ফোকাস করতে বা আবছা আলোতে পড়তে সমস্যা হতে পারে। একে প্রেসবায়োপিয়া বলা হয় এবং এটি বার্ধক্যের একটি প্রাকৃতিক অংশ।

১-ম পাতার পর

লেখক ও সাংবাদিক এবং সম্পাদকের প্রাণহানি হলে তার দায় কে নেবে?

সম্পাদক ও লেখক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের সঙ্গে। দীর্ঘ কুড়ি বছর সৎ ভাগে সাংবাদিকতার পরিণাম তার প্রাণহানীর আশঙ্কা রয়েছে - সাথে মিথ্যে মামলায় জর্জরিত অবস্থায় মধ্যে দিন কাটায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এছাড়াও এই পরিবার টা কে বিলুপ্ত করে দেওয়ার জন্য তার সময় সম্পত্তি কেড়ে নেবে বলে অরজিনাল কাগজপত্র ও জমি দখলে থাকার পরেও তাদের জমি অন্য লোকের নামে রেকর্ড হয়ে যায় রাতারাতি। প্রশাসনের সর্বত্র ব্যক্তি কে জানিয়ে সুরা ও দূরের কথা দিনের পর দিন হয়রানিতে শিকার হতে হয় এই পরিবারের সকল সদস্য ও সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজের। সাধারণ মানুষের যে সমস্ত কাজ দিনে হয়ে যায়, সেটা অফিসারদের মোটা টাকার মুনাফা আছে বলে অনেকেরই ধারণা। তা না হলে রাজনৈতিক কোন সুপারিশ এছাড়াও তো সম্ভব নয়। সেই কাজ সম্পাদক নিজে করতে সময় লাগে বছরের পর বছর, দিনের পর দিন হয়রানি করায় লোকাল প্রশাসনের একাংশ রা। কারণ সম্পাদক প্রতিবাদ করে রাজনৈতিক নেতাদের অসুবিধা হয় সেই কারণেই এইরকম হেনস্থা করাতে থাকে সম্পাদককে লোকাল রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ মতন। তা না হলে এক মাসের মধ্যে সম্পাদক যে বাস্তরের উপরে বসবাস করে সেই বাস্ত হঠাৎ অন্য লোকের নামে রেকর্ড হয়ে যায় কী ভাবে। প্রশাসনের জানালে সঠিক কোন পদক্ষেপ নিতেই চায় না কিসের কারণে, এর পিছনের আসল রহস্যই বাকি রয়েছে। তাহলে চাইছে এই পরিবারটাই যাতে এই এলাকা ছেড়ে চলে যান এটাই। না এভাবে হেনস্তা করিয়ে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের লেখনী প্রতিবাদী কণ্ঠটাকে রোধ করতে চাইছে। কিসের কারণে এই পরিবারের উপরে এখনো অবিচার অত্যাচার ,অনাচার ও সম্পাদকের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের প্রাণহানির আশঙ্কায় থাকে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তারা জানার পরেও কেনই বা মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে নিরাপত্তা দিচ্ছেনা। আজ কুড়ি আগস্ট পাঁচ কুড়ি আগস্ট সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ক্যানিং ২ নম্বরে বি এল এন্ড এলআরও অফিসে জাবে জমি জায়গার সমস্যায় হিয়ারিং এর জন্য সেখানেও তার নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। সেখান থেকে ফেরার পথে বা যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় সরদার রে যেকোন ভাবে যদি প্রাণহানি হয়ে যায় তাহলে দায় কে বা কারা নেবে। পুলিশ তাইতো চাই সে কারণেই নিরাপত্তা দিতে অস্বীকার করে, আর সাধারণ মৃত্যু বলে চালিয়ে দিতেও চায়।

নির্যাতিতার শাস্তির দাবিতে গন ডেপুটেশন
ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহলের

পশ্চিম মেদিনীপুর: নিউজ সারাদিন : গত ১৯ আগস্ট থেকে "মেয়েদের রাত দখল" কর্মসূচির পর থেকে এখনও অবধি মহানগরের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে জারি রয়েছে পথ অবরোধ, বিক্ষোভ, আন্দোলন। তেমনই সোমবার আন্দোলনে নামলো আদিবাসী সংগঠন। নির্যাতিতা আদিবাসী মহিলা (বর্ধমান কাণ্ড) এবং আরজিকর কাণ্ডে দোষীদের চরম শাস্তি ও ফাঁসির দাবিতে সরফ হলেন ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল ডেবরা মুলুকের সদস্যরা।

সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার সামনে বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করে জাকাত মাঝি পারগনা মহলের সদস্যরা।

ফেস্টুন হাতে নিয়ে ডেবরা থানার গেটের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন সংগঠনের মহিলা পুরুষ উভয়েই।

উচ্চ স্বরে তাদের সকলের শুধু একটাই দাবি, অভয়ার সঠিক বিচার চাই! দোষীদের চরম শাস্তি চাই! এদিন বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে একটি ডেপুটেশনও দেওয়া হয় আদিবাসী সংগঠনের তরফে।

হিন্দুমহাসভা রাখীবন্ধন উৎসব উৎসর্গ করলো
তিলোত্তমা সহ সকল নিপীড়িত মানুষদের উদ্দেশ্যে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অখিলভারত হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর নেতৃত্বে মহাসভার নারী সদস্যরা এই বছর রাখী বন্ধন উৎসব উৎসর্গ করলো আর.জি.কর. হাসপাতালের নির্যাতিতা ডাক্তার তিলোত্তমা, স্বপ্নদীপ কুন্ডু, তাপসী মালিক, ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, কামদুনির নির্যাতিতা, ধানতলা, বানতলা, নেতাই, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, আনন্দমার্গী হত্যাকাণ্ড, বাংলাদেশ গণহত্যা, মরিচঝাঁপি গণহত্যা সহ একাধিক নারকীয় ঘটনায় প্রাণ হারানো মানুষদের উদ্দেশ্যে। আজ তারা কুদঘাট মেট্রো স্টেশন, টালিগঞ্জ ট্রামডিপো, রাসবিহারী ক্রসিং, রবীন্দ্রসদন, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় , মাতৃমন্দির, আর.জি.কর. হাসপাতাল সহ একাধিক স্থানে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষদের রাখী পরিয়ে এবং কিছু উপহার ও ক্যাডবেরী দিয়ে মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সেই সমস্ত অপরাধীর কঠিনতম শাস্তি দাবি করলেন যাদের জন্য অসহায় মানুষদের অকালে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে হয়েছে। ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য যে কোনো অপরাধের প্রকৃত বিচার তখনই সম্ভব যখন প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হবে । এর আগে হেঁতাল পারেখের খুন ও ধর্ষনের সময় তৎকালীন সিপিএম সরকারের আমলে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যের ভূমিকায় যে নারকীয় ভাবে নিরপরাধ দরিদ্র ঘরের সন্তান ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তা এক কথায় অমার্জনীয় অপরাধ । আর.জি.কর. কান্ডে কাউকে বলির পাঁঠা না করে যেন সমস্ত অপরাধীদের চরমতম শাস্তি হয়। তিনি আরো বলেন এই বছর অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার দ্বাদশতম দুর্গাপূজা, যদিও রুবি হাসপাতাল মোড়ে স্থানান্তরিত করার পর এটি তৃতীয়তম বর্ষ । আমরা ভেবেছি সময়োপযোগী উদ্যোগ হিসেবে আমাদের পূজা মন্ডপেই সব বয়সের মেয়েদেরকে মা দুর্গার সামনেই ফ্রীতে মার্শালআর্ট বা কারাটে শেখানোর ব্যবস্থা করবো । সেই সাথে মহিলা দর্শনার্থীদের জন্য হঠাৎ প্রয়োজন হলে ফ্রীতে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহের ব্যবস্থাও আমরা করছি পুজা মন্ডপে। আমাদের স্থির বিশ্বাস অখিলভারত হিন্দুমহাসভার পরিচালনায় সনাতনভারত ইয়ুথ ক্লাবের উদ্যোগে যে দুর্গাপূজা আমরা করতে চলেছি তাতে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর দলের অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা এবং কলকাতা পুলিশ নারী স্বশক্তিকরণে উৎসর্গীকৃত এই পূজায় নিশ্চই প্রশাসনিক ও আর্থসামাজিক সব রকম ভাবে আমাদের পাশে থাকবেন । আমরা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলেরও শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রার্থনা করছি কারণ নারী নিরাপত্তা এবং স্বভীমান এমন একটি বিষয় যেখানে সমস্ত রকম রাজনৈতিক দলাদলি ও মতপার্থক্যের ঊর্দ্ধে উঠে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও সম্মান সুনিশ্চিত করা আমাদের সকলের নৈতিক কর্তব্য। আজ হিন্দু মহাসভার সারাদিন ব্যাপী রাখিবন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী ছাড়াও অনামিকা মন্ডল, সুদ্বিপ্তা ভৌমিক, বিনা গায়েন, করবী বরকন্দাজ, কৌশিক মন্ডল, রাহুল সরকার, রুমা হালদার সহ একাধিক রাজ্য কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জরিমানা নয় বদলে পরতে হল রাখি!
অবাক কাণ্ড ক্যানিংয়ে!

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং : নিউজ সারাদিন : ট্রাফিক আইন ভাঙায় জরিমানার বদলে যান চালকদের পরানো হল রাখি। সোমবার এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকল ক্যানিংবাসী। আজ সারা রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে রাখি বন্ধন উৎসব। একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন গড়ে ওঠে আজকের দিনে। তাই এইদিনই বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ক্যানিংয়ে ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারী যান চালকদের এই অভিনব শাস্তি দিল ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশরা ।প্রতিদিন নিয়ম করে ক্যানিং থানার পক্ষ থেকে ক্যানিং ব্রিজ রোডে নাকা চেকিং চলে । সেই মতো আজও সকাল থেকে চলছিল নাকা চেকিং। সেই সময় যে সকল বাইক আরোহী মাথায় হেলমেট ছাড়া যাচ্ছিলেন এবং অন্য যে আরো যে সব যান চালক ট্রাফিক আইন না মেনে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তাঁদেরকে নিয়ম অনুযায়ী দাঁড় করায় ট্রাফিক পুলিশরা । এরপর সচেতনতামূলক বার্তা দেয়, ট্রাফিক আইন মেনে চলার বিষয়ে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি বাইক চালক দের হেলমেটে পরার পরামর্শ দেন পুলিশ আধিকারিকরা। তারপর রাখি জরিমানার বদলে বাইক আরোহীদের হাতে রাখি পরিয়ে ছেড়ে দেন পুলিশ কর্মীরা। আর ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের এমন অভিনব উদ্যোগে খুশি যান চালকরা।

আর পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসবে এমন অভিনব উদ্যোগ সম্পর্কে ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের ওসি স্বপন দাস কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, "ট্রাফিক আইন না মানলে তো রোজ ফাইন দিতে হয় গাড়ির চালক দের কিন্তু আজ যেহেতু রাখি বন্ধন উৎসব তাই আমরাও আজ এই রাখি পড়িয়ে সাধারণ মানুষদের সচেতন করার চেষ্টা করলাম"।

মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে পশ্চিমবঙ্গে নারী স্বাধীনতা থেকে নারী সুরক্ষা,
নারী নিরাপত্তা সম্পূর্ণটাই আজ বিপন্ন বলেও এদিন দাবি করেন শুভেন্দু

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : 'ওনাকে যেতে হবে না। উনি একটা শুধু 'কল' দিন।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর এই বক্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। কাকে 'কল' দেওয়ার আবেদন করলেন শুভেন্দু? সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারিক আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বাবার আছে আবেদন করলেন জাতীয় পতাকা হাতে নবান্ন যাওয়ার একটা কল দেওয়ার ।এই পরিস্থিতিতে হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে নবান্ন অভিযানের বার্তা দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী আরজিকর কান্ডে নির্যাতিতার বাবার কাছে এবার বড় আবেদন করে বললেন, "উনি এবার মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে পদত্যাগ করার

এরপর ৪ পাতায়

২পাতার পর

পবিত্র রাখি বন্ধনে সামিল হলো সীমান্ত রক্ষা বাহিনী

উদযাপন করে পবিত্র রাখি বন্ধন। এদিন সোমবার হিলি ব্লকের মথুরাপুর এলাকায় মথুরাপুর ১৩৭ ব্যাটেলিয়ন বিএসএফ কে রাখি পরিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। প্রসঙ্গত সারা বছর কাঁটাতারের সীমান্ত পাহারা দিয়ে আসছে কাঁটাতারের সীমান্ত রক্ষী ভাইরা পবিত্র দিনে এরা বাড়ি ঘর ছেড়ে নিজের পরিবার পরিজন ছেড়ে দেশের রক্ষায় নিজেকে কাঁটাতারের সীমান্তে নিযুক্ত করে। এদিন তাদের দীর্ঘায়ু কামনা ও মঙ্গল কামনা করে মিষ্টি মুখ করানো হয়। বিএসএফ এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী দের বাইনোকুলার দিয়ে দেশের বর্ডার দেখায়। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামীতে এইভাবে পাশে থাকবে বিদ্যালয়। এদিন উপস্থিত সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো চোখে পড়ার মতো।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন আবদ্ধ করতে নূরপুর দেওয়ান তলায়
তৃনমূল কংগ্রেসের রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়

ডায়মন্ড হারবার: নিউজ সারাদিন : শ্রাবণ মাসে হিন্দু ভাইবোনদের মধ্যে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে তোলা এবং ব্রিটিশদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করার জন্য আহ্বান করেন। আর সেই রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে রাখী বন্ধন উৎসবে মেতে উঠেছে ডায়মন্ড হারবার এলাকা জুড়ে। পাশাপাশি এদিন এদিন ডায়মন্ড হারবার নূরপুর দেওয়ান তলায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থক তারা সাত সকালেই এলাকার বিশিষ্ঠ জনের পাশাপাশি সাধারণ পথ চলতি মানুষকেও রাখি পরান। বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবার ২ নম্বর ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন,জেলা পরিষদের সদস্য বিমলেন্দু বৈদ্য, বিশিষ্ঠ সমাজসেবী তামরেজ আলী শেখ সহ অন্যান্য বিশিষ্ঠ ব্যক্তি দেরারাখি পরানো হয়। তার পাশাপাশি এদিন পথ চলতি ভাই বোনদের হাতে রাখিয়ে পড়িয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে এই উৎসব পালন করা হয়। ব্লক সভাপতি অরুময় গায়েন বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত সারা রাজ্যের পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা জুড়ে এই রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়। তিনি আরও বলেন হিন্দু,মুসলিম, বৌদ্ধ সর্ব ধর্ম মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রক্ত ঝরিয়ে শহীদ হয়ে এই দেশ স্বাধীন করতে বরো ভূমাকা পালন করেন। কিন্তু এই বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মের বিভাজনের রাজনৈতিক কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি করেন অবিলম্বে এগুলো বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় সরকার কে। সাম্প্রদয়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে এদিন সকল ধর্ম মানুষ এর মধ্যে রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই রাখিবন্ধন উৎসব থেকে এও জানা যায় বাজার থেকে রাখি কিনে নিয়ে এসে পড়লেই রাখি বন্ধন হয় না। রাখি বন্ধন করার আগে আমাদের মনকে পবিত্র রাখতে হবে নিজের মনকে পবিত্র রাখতে গেলে নিজেকে সুস্থ সংযত হতে হবে। তবেই আপনার রাখি বন্ধন সার্থক হবে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করিবেন বলে তারা জানান।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২২৭ সংখ্যা ২০ আগস্ট, ২০২৪ মঙ্গলবার ০৩ ভাদ্র, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে হামলা চালানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন রাজ্যের গোয়েন্দারা

আরজি কর আন্দোলনের নামে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে হামলা চালানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন রাজ্যের গোয়েন্দারা। হামলার আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়ি ও রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্নে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করারও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর উপরে হামলা চালাতে সক্ষম হলে সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা নেই এমন অজুহাতে ৩৫৬ ধারা জারির পথ প্রশস্ত হবে। সেই পথ প্রশস্ত করার জন্য প্রতিনিয়তই অরাজকতা তৈরির ষড়যন্ত্র চলছে। আরজি করের নির্যাতিতাকে সুবিচার পাইয়ে দেওয়া বাহানা। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা থেকে সরানোই মূল লক্ষ্য। তাই সিবিআই তদন্ত ভার হাতে নেওয়ার পরেও রাজ্য সরকারকে নিশানা করে আন্দোলনের নামে অরাজকতা চলছে।'সেই সঙ্গে কালীঘাটের বাড়ি থেকে নবান্ন যাওয়ার পথে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় ঘিরেও বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন। শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিদের বাড়িতেও অতর্কিতে হামলা চালানো হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন গোয়েন্দারা। যদিও এ বিষয়ে নবান্নের শীর্ষ মহল থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।শেখ হাসিনা সরকারের উৎখাতের জন্য যেভাবে বাংলাদেশের কোটা সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, সেই আদলেই আরজি কর আন্দোলন চলছে বলে মনে করছেন গোয়েন্দা পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পরেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হুঙ্কার দিয়েছিলেন, 'এই আন্দোলন সহজে থামবে না।' গত কয়েকদিন ধরে আরজি কর ইস্যুতে 'রাতের দখল' কর্মসূচি সহ যে সব বিক্ষোভ-মিছিল সংগঠিত হয়েছে তার পিছনে সিপিএম-বিজেপি এবং অতি নকশালরা রয়েছে বলে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণও জোগাড় করেছেন গোয়েন্দারা। শুধু তাই নয়, আরজি কর নিয়ে ফেসবুক-সহ বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ব্যক্তিগতভাবে নিশানা করা হয়েছে। বাদ যাননি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ একাধিক তারকারা। লোকসভা ভোটে যে সমস্ত পেজ থেকে সিপিএম ও বিজেপির হয়ে যৌথ প্রচার চালানো হয়েছিল, সেই পেজ থেকেই আরজি কর কাণ্ড নিয়ে ভুয়ো প্রচার চলছে। এ বিষয়ে এক হাজারের বেশি প্রোফাইল বা পেজকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের কোটা আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খোলা হয়েছে একাধিক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। সন্দেহজনক বেশ কিছু গ্রুপে ঢুকে পড়েছেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। ওই সব গ্রুপে কীভাবে রাজ্যে আন্দোলনের নামে অরাজকতা চালানো হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এমনকি আগামিকাল সোমবার ১৯ অগস্ট রাখি বন্ধনের জন্য মিছিলের নামে বেশ কয়েকটি জায়গায় ভাঙচুর ও পুলিশের উপরে হামলারও পরিকল্পনা কষা হয়েছে।

৩ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে পশ্চিমবঙ্গে নারী স্বাধীনতা থেকে নারী সুরক্ষা, নারী নিরাপত্তা সম্পূর্ণটাই আজ বিপন্ন বলেও এদিন দাবি করেন শুভেন্দু

দাবি জানান। দাবি পূরণ না হলে নবান্ন অভিযানের ডাক দিন। নবান্ন অভিযানে ওঁর বাবাকে আসতে হবে না। উনি শুধু একটা কল দিন। নবান্ন যাওয়ার বাকিটা আমরা করে দেবো। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজের মত করে লাগাতার প্রতিবাদ জানাচ্ছে।'' এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই পথ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে সবাই মিলে 'নবান্ন চলো' বলে আরও একবার বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা।মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে পশ্চিমবঙ্গে নারী স্বাধীনতা থেকে নারী সুরক্ষা, নারী নিরাপত্তা সম্পূর্ণটাই আজ বিপন্ন বলেও এদিন দাবি করেন শুভেন্দু। মহিলা সুরক্ষায় নয়া সরকারি অ্যাডভাইজারি জারি করা নিয়েও তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় তোপ দেগেছেন বিরোধী দলনেতা। আরজি কর কাণ্ডকে হাতিয়ার করে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এ রাজ্যের পাশাপাশি প্রতিবাদে সরব হয়েছে গোটা বিশ্ব। কিন্তু এ রাজ্যের প্রতিবাদীদের বারবারই কণ্ঠরোধ থেকে পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ বিভিন্ন মহলের।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে যাক সে কথা, যে শক্তিকে আমি বিশ্বাস করি, ভরসা করি ,সে কথাই তুলে ধরি এই লেখার মাধ্যমে। এটা সবকিছু নিজের অনুভূতি বা উপলব্ধি ছাড়াই দিকদর্শন করাটাই মানুষের পক্ষে অসম্ভব ।মানুষের অসাধ্য সাধনায় পৃথিবীর সবকিছুই সম্ভব। তাই সমস্ত জীবকুলের বিশ্বজুড়ে মানুষই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান । আর সেই কারণেই একটি প্রবাদ বাক্য আজও চিরন্তন সত্যের মতো কাজ করে চলেছে, যে যায় লঙ্কায়, সে হয় রাবণ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাতৃ শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

ছিলেন সর্ব অর্থেই ব্যতিক্রমী, সমসাময়িক রক্ষণশীলতার মুখে ছুঁড়ে দেওয়া নিত্য চ্যালেঞ্জ। তা ছাড়া একের পর এক বাধায় মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ক্রমশ পিছোচ্ছিল। মন্দির তৈরি হওয়ার আগেই মূর্তি তৈরির বরাত দিয়ে বসেছিলেন দাঁইহাটের বিখ্যাত শিল্পী নবীন ভাস্কর কে। মূর্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কালো ধূসর আগ্নেয়শিলা ব্যাসল্ট পাথর দিয়ে তৈরি কালী। চতুর্ভুজা দেবীমূর্তির উচ্চতা তিন ফুটেরও কম, সাড়ে তেত্রিশ ইঞ্চি। প্রচলিত কালীমূর্তির মতোই দেবীর গলায় মুণ্ডমালা। কিন্তু কোমরে কাটা হাত গেঁথে তৈরি কটিবন্ধনী নেই। দেবী শায়িত শিবের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। শিবের মূর্তিটি সাদা মার্বেল পাথরের। মূর্তি তৈরি শেষ হওয়ার পর সেটাকে একটা কাঠের বাক্সে সযত্নে ভরে রাখা হয়। পাছে কোনওভাবে মূর্তিটি ভেঙে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেজন্যই এই ব্যবস্থা। সেই মূর্তি বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে আছে অনেকদিন। আর দেরি করার পক্ষপাতী ছিলেন না জানবাজারের রানি। মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে, আর দেরি করা চলবে না। এই হল তাঁর মত।

সাত বছর আগে ১৮৪৮-এ প্রথম মন্দির নির্মাণের ভাবনাটা মাথায় আসে। নৌকাযোগে কাশী যাওয়ার পথে স্বপ্নাদেশ লাভ। কাশী যাওয়ার আর দরকার নেই। ভাগীরথী তীরেই দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগ নিবেদনের আদেশপ্রাপ্তি। স্বপ্নে আদেশ পাওয়া মাত্র কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়েন রানি। আর পড়ামাত্র একটার পর একটা বাধার মুখোমুখি।

গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারানসী সমতুল। স্বাভাবিকভাবে প্রথম খোঁজ চলল সেখানে। অর্থাৎ বালি-

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

রাখীবন্ধন উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় রাখীবন্ধন উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক্স বার্তায় উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, "পবিত্র রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা! ভাই ও বোনের মধ্যে পবিত্র বন্ধনের উৎসব এটি। একে-অপরকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতির প্রতীক উৎসব হিসেবেও রাখীবন্ধন পালিত হয়।

পবিত্র এই উৎসব উপলক্ষে মহিলাদের মান-মার্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি এবং তাঁদের জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করি, যেখানে তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারেন"।

নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির ফলেই নাগরিকত্ব আইন লাগু করা সম্ভব হয়েছে: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : দিল্লিতে বসবাসকারী পাকিস্তান থেকে আসা মহিলা শরণার্থীরা আজ দিল্লিতে রাখী বন্ধন উৎসব উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও উদ্যোগ মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েলকে রাখী পরান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েলও সাধ্বী ঋতম্ভরা এবং ব্রহ্মকুমারী বোনেদের সঙ্গে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করেন। শ্রী গোয়েল বলেন, নাগরিকত্ব আইন যেসব শরণার্থীরা সিএএ-র আওতায় নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন, তাঁদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান করবে। মন্ত্রী বলেন, "নাগরিকত্ব সংশোধন আইন আপনাদের সম্মান ও নিরাপত্তা প্রদান করছে, যা আপনাদের অধিকার। তিনি বলেন, এটিই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাখীবন্ধন উৎসব"।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় ইচ্ছেশক্তির ফলেই এই বোনেরা সিএএ-এর আওতায় ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এবার ইউক্রেন সফরে যাচ্ছেন মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেন সফর করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মিত্র দেশ রাশিয়া সফরকালে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আলিঙ্গন করায় কিয়েভ তাকে নিন্দা জানানোর কয়েক সপ্তাহ পর তার এমন সফরের কথা জানানো হলো।

সোমবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে।

নয়াদিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'পোল্যান্ড এবং ইউক্রেন সফরের' তারিখ না জানালেও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, দেশটির প্রধানমন্ত্রীর ইউক্রেন সফর এ সপ্তাহের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হবে।

২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণ করে রাশিয়া। তারপর থেকে মস্কোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বাতিল করেছে পশ্চিমের দেশগুলো। সেই দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কও এখন তলানিতে। কিন্তু ভারত এবং চীনের মতো বড় দেশ রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট রেখেছে। ব্যবসায়িক লেনদেন করছে। পশ্চিমের দেশগুলো রাশিয়াকে সরাসরি দোষারোপ করলেও ভারত তা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। ইউক্রেনের উপর তাদের আক্রমণকে সামরিক অভিযান বলতে চায় মস্কো। নরেন্দ্র মোদির সরকার ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে লড়াই নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সমস্যা সমাধানের পক্ষে সওয়াল করেছে।

বন্দি মুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটা সম্ভবত শেষ সুযোগ, বললেন ব্লিঙ্কেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করতে ইসরায়েলে অবস্থান করছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। সোমবার তিনি বলেছেন, চলমান আলোচনা সম্ভবত এই যুদ্ধের অবসান ঘটানোর শেষ সুযোগ।

ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগের সঙ্গে বৈঠকে ব্লিঙ্কেন বলেন, ওএটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তসম্ভবত বন্দিদের মুক্ত করতে শেষ সুযোগ হতে পারে। আমাদের এমনভাবে কাজ করা উচিত যেন, যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা যায় এবং সবাইকে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার পথে আনা যায়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাকে এই চুক্তি সম্পন্ন করতে পাঠিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন ব্লিঙ্কেন। তিনি বলেন, 'এটি সম্পন্ন করার সময় এসেছে। একইসঙ্গে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, কোনো পক্ষ এমন কিছু না করে যা এই প্রক্রিয়াকে বিপথগামী করতে পারে।'

ব্লিঙ্কেন আরও বলেন, তারা এমন পদক্ষেপ নিচ্ছেন যাতে কোনো উত্তেজনা না বাড়ে এবং যুদ্ধ আরও তীব্রতর না হয়। হামাসের অক্টোবরের ৭ তারিখের আক্রমণের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে নয়বার সফর করেছেন ব্লিঙ্কেন। সোমবার প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গেও বৈঠক করবেন তিনি। ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট হারজোগ বলেন, ইসরায়েলিরা চান যত দ্রুত সম্ভব গাজায় আটক বন্দিদের ফিরিয়ে আনা হোক। এটা তাদের জন্যও সর্বোচ্চ মানবিক লক্ষ্য।

সিনেমার খবর

সালমানকে নাচ শেখাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন ফারাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হিন্দি সিনেমায় কেবল অভিনয় নয়, চিত্রনাট্যে বিরাট জায়গা দখল করে আছে নাচ-গান। বিশেষ করে নাচ নায়ক-নায়িকাদের রপ্ত করতেই হয়। এই কাজে অভিনেতা সালমান খানকে নিয়ে কোরিওগ্রাফার-পরিচালক ফারাহ খান এতটাই নাজেহাল হয়েছিলেন যে, একটা শুটিংয়ে রীতিমত কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি।

একটা সময়ে নাচ নিয়ে সালমান একেবারেই আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। এক রিয়্যালিটি শোয়ে সেই কথা বলেছেন ফারাহ খান। তিনি বলেন, "প্রথম দিকের একটি সিনেমায় সালমানকে নাচ শেখানোর কথা ছিল আমার। চার ঘণ্টা ধরে আমি চেষ্টা করেছিলাম। তার পরে আমি হাল ছেড়ে দিই। কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যাই।"

ফারাহ নাকি সেই সময়ে মনে মনে ভেবেছিলেন, সালমানকে নাচ শেখানোর সাধ্য কারো নেই। তিনি সালমানকে বলেন, "তোমাকে আমি অনন্ত নাচ শেখাতে পারবে না। তুমি নাচের কিছুই জানো না।" কিন্তু তার পরে 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া' সিনেমায় সালমানকে নেওয়া হয়েছে, সেটা জেনে তিনি আঁতকে উঠেছিলেন ফারাহ। কিন্তু সেই সিনেমায় সালমানকে নাচতে দেখে দারুণ বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি।

ফারাহ বলেন, "আমি চমকে গিয়েছিলাম ওই সিনেমায় নির্মাতারা সালমানকে নিয়েছেন শুনে। ওর অভিনয় নিয়ে তো কথাই নেই। কিন্তু নাচ দেখেতো আমি অবাক। সুন্দর নেচেছিল সালমান।" ফারাহ জানিয়েছেন প্রথম দিকে সালমানকে নাচ শেখাতে ব্যর্থ হলেও পরে ভাইজানের অনেক নাচের কোরিয়োগ্রাফি করেছেন ফারহা। এর মধ্যে রয়েছে 'মুন্নি বদনাম হুই'র মত গান।

এছাড়া, 'জিনে কে হ্যায় চার দিন', 'মুঝসে শাদি করোগি'সহ এমন বহু গান রয়েছে যেখানে ফারাহর পরিচালনায় নেচেছেন সালমান। এবং ওই সবগুলো নাচই দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে।

মুমতাজকে নিয়ে পজেসিভ ছিলেন রাজেশ খান্না

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : মুমতাজ ও রাজেশ খান্না, একসময় হিন্দি সিনেমার অন্যতম সেরা জুটি। একসঙ্গে প্রায় ১০টি ছবিতে কাজ করেছেন তারা। রাজ খান্না ছিলেন তৎকালীন হিন্দি ছবির অন্যতম সুপারস্টার। রাজেশ খান্নার মৃত্যুর বহু বছর পরও তাকে নিয়ে আলোচনা হয়, তার স্টারডম নিয়ে আলোচনা হয়। তার ছবির গানগুলো কালজয়ী। যার মধ্যে রয়েছে 'জয় জয় শিব শঙ্কর' থেকে 'ইয়ে রেশমি জুলফে' সহ আরো অনেক গান। আর রাজেশ খান্নার সঙ্গে যে জুটিকে নিয়ে সব থেকে বেশি চর্চা হয়, তিনি হলেন মুমতাজ। সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে পছন্দের নায়ককে নিয়ে কথা বললেন মুমতাজ। প্রসঙ্গত, রাজেশ খান্না-শর্মিলা ঠাকুর জুটির 'আরাধনা', 'দাগ', 'অমর প্রেম'-এর মতো ছবিগুলো এখনো সিনেমাপ্রেমীদের মনে দাগ কেটে যায়।

সম্প্রতি রেডিফের সঙ্গে কথা বলার সময় মুমতাজ বলেন, 'রাজেশ খান্না আমাকে নিয়ে একটু পজেসিভ (অধিকারবোধ ফলানো) ছিলেন। তবে রাজেশ খান্না কখনোই শর্মিলাজির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেননি, শত্রম্নতাকে উস্কে দেননি। তবে আমি যখন ধর্মেন্দ্রজি বা দেবসাব (দেব আনন্দ)-এর মতো অন্য নায়কদের সঙ্গে ফিল্মে সই করতাম, তখন তিনি একটু বিরক্ত হতেন।

তবে তিনি যখন অন্য নায়িকাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, তখন কিন্তু আমি কখনোই তাকে গালাগাল করিনি। তিনি ভেবেই নিয়েছিলেন তিনিই আমার মালিক। তবে আমি কিছু মনে করিনি, এর অর্থ হলো তিনি আমার যত্ন নিতেন।'

শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে তার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শোনা যায়, সে বিষয়েও কথা বলেছেন মুমতাজ। আমি তাকে (শর্মিলা ঠাকুর) অনেক সম্মান করি।

তিনি আমার থেকে অনেক বেশি শিক্ষিত এবং পরিশীলিত। তবে হ্যাঁ, আমি শর্মিলাজির চেয়ে কাকার (রাজেশ খান্না) সঙ্গে বেশি ছবি করেছি। এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল যে কাকার সঙ্গে আমার একট ছবিও ফ্লপ হয়নি। শর্মিলাজির সঙ্গে ওর ফ্লপ ছিল।

'মেকআপ ছাড়া শ্রাবন্তী বেশি সুন্দর'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। মঙ্গলবার (১৩ আগস্ট) ছিল তার জন্মদিন। এদিন ৩৭ বছর পূর্ণ করেন এই অভিনেত্রী। তার পরবর্তী সিনেমা 'দেবী চৌধুরানী'। এটি পরিচালনা করেছেন শুভ্রজিৎ মিত্র। বিশেষ দিনে 'কথিত' প্রেমিকা শ্রাবন্তীকে নিয়ে কলম ধরলেন এই নির্মাতা।

শ্রাবন্তীর সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ টেনে শুভ্রজিৎ ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে লেখেন, গিন্টুর (শ্রাবন্তীর ডাক নাম) জন্মদিনে আমি শহরে নেই। এই মুহূর্তে আমি দিল্লিতে রয়েছি। ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ প্রায় বছর দশেক আগে। কোনো একটা কাজের সূত্রেই আমাদের দেখা। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। জন্মদিনে ওকে নিয়ে নানা স্মৃতিই মাথায় ভিড় করে আসছে।

মেকআপ ছাড়া শ্রাবন্তী বেশি সুন্দর।

শ্রাবন্তীর রূপ ও অভিনয় দক্ষতা ব্যাখ্যা করে শুভ্রজিৎ লেখেন, গিন্টু খুব শক্তিশালী অভিনেত্রী। আমার মতে, ওকে এখনো সেইভাবে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সপ্লোর করা হয়নি। মেকআপ ছাড়া ওর মতো সুন্দরী অভিনেত্রী আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে খুব কমই রয়েছেন। আমার পরিচালনায় 'দেবী চৌধুরানী' সিনেমার নাম ভূমিকায় ও অভিনয় করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনার সঙ্গে গিন্টুর লুক একেবারে মিলে যায়। তারচেয়েও বড় কথা, ওর লুকের মধ্যে একটা বাঙালিয়ানা রয়েছে, যেটা এই চরিত্রের অন্যতম শর্ত ছিল। সেই ভাবনা থেকেই এই সিনেমায় ওকে নির্বাচন করি। শুটিংয়ের আগে ইন্ডাস্ট্রির প্রথম সারির একাধিক অভিনেত্রী এই চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সত্যি বলছি, যে ভাবনা থেকে আমি গিন্টুকে বেছে নিই, এই সিনেমায় ও তার থেকেও আরো বেশি কিছু দিয়েছে।

শ্রাবন্তীর নিষ্ঠায় মুগ্ধ শুভ্রজিৎ লেখেন, কাজের প্রতি গিন্টুর নিষ্ঠা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। দেবী চৌধুরানী হয়ে উঠতে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গিন্টু পরিশ্রম করেছে। তলোয়ার চালানো শেখা থেকে শুরু করে অ্যাকশনের তালিম সবই নিয়েছে। শুরু থেকেই ওর এই সফরের আমি অংশ ছিলাম। বলা যায়, পর্দার বাইরে আমিই যেন তখন ভবানী পাঠক হয়ে উঠেছিলাম।

শুটিং করতে গিয়ে একাধিকবার আহত হন শ্রাবন্তী। সেই স্মৃতিচারণ করে শুভ্রজিৎ লেখেন, শুটিংয়ে একাধিকবার চোট-আঘাত পেয়েছিল গিন্টু। মাথার ঘাম নয়, রীতিমতো রক্ত ঝরিয়ে অভিনয় করেছে। তির ছুড়তে গিয়ে ধনুকের ছিলায় আঙুল কেটে গিয়েছে। আঙুলে ব্যান্ডেজ। সেই অবস্থায় একের পর এক শট দিয়েছে গিন্টু। হামাগুড়ি দেওয়ার দৃশ্যে হাঁটু ধারালো নুড়ি-পাথরে ক্ষতবিক্ষত! তারপরও শট দিয়েছে। পরিচালক হিসেবে এর থেকে বেশি আমি ওর কাছে আর কী-ই বা দাবি করতে পারি!

শুভ্রজিৎ তার পরবর্তী সিনেমায়ও কাস্ট করেছেন শ্রাবন্তীকে। এ খবর জানিয়ে এই পরিচালক লেখেন, 'দেবী চৌধুরানী' করতে গিয়ে গিন্টুকে আমি যেভাবে দেখেছি, তা ওর প্রতি আমার বিশ্বাসকেও আরো পোক্ত করেছে। আমার পরবর্তী সিনেমা 'কালমৃগয়া' -তে স্বাভাবিকভাবেই গিন্টুকেই বেছে নিয়েছি। শহরে ফিরলে ওর সঙ্গে 'দেবী চৌধুরানী' সিনেমার ডাবিং শুরু করব।

আরজি কর আন্দোলন সমর্থনে কী বললেন দেব?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরজি কর-কাণ্ডে রাজ্য তোলপাড়। দেব অধিকারী, রুক্মিণী মৈত্র বিদেশে। এমন সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিলেন দেব। সংঘবদ্ধ ভাবে আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ জানানোর আর্জি জানালেন তিনি। একই সঙ্গে পিছিয়ে দিলেন তার পুজোর ছবি 'খাদান'-এর ঝলক মুক্তির সম্ভাব্য তারিখও।

বিদেশ থেকেই সোমবার দেব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানান, ১৪ আগস্ট তার আগামী ছবির ঝলক মুক্তি পাবে। বালির দেশে বেড়াতে গিয়েছেন দেব। সেখানে বালির উপরেই তিনি লিখে জানিয়েছিলেন বিশেষ বার্তা। কিন্তু ১৪ আগস্ট, স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিন আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে রাত দখল করবেন মেয়েরা। রাজ্য রাজনীতি উত্তাল তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। সব মিলিয়ে দেব সম্ভবত তাই তার ঝলক মুক্তির দিনক্ষণও বদলে ফেললেন।

তিনি লিখেছেন, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে টিম 'খাদান' ঝলক মুক্তি স্থগিত রেখেছে। আরজি কর-কাণ্ডে মৃত তরুণী চিকিৎসকের প্রতি দলের প্রত্যেকের গভীর সমবেদনা রয়েছে। এই ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদও জানাচ্ছি আমরা।

তিনি আরো বলেন, এই মুহূর্তে বাকিদের মতো তার এবং তার দলেরও একমাত্র লক্ষ্য, মৃতা এবং তার পরিবার যেন ন্যায্য বিচার পান। অভিযুক্ত যেন কড়া শাস্তি পায়। তিনি এবং টিম 'খাদান' মৃতের পরিবারের পাশে রয়েছেন, এ কথাও জানাতে ভোলেননি দেব। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা ভাগ করে নেয়ার পরেই সাংসদ-অভিনেতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অনুরাগীরা। কমেন্টে অনেকে লিখেন, এই জন্যই তারা তাদের প্রিয় নায়ককে এত ভালোবাসেন।

প্রথমবার জাতীয় দলে

যুব বিশ্বকাপ মাতানো মাফাকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : যুব বিশ্বকাপ দিয়ে আলোড়ন তোলা কিউনা মাফাকার সামনে এবার জাতীয় দলের হয়ে খেলার হাতছানি। তুমুল প্রতিভাবান এই পেসারকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

তিন ম্যাচের সিরিজটির জন্য বুধবার (১৩ আগস্ট) ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)। প্রথমবারের মতো জাতীয় দলে ডাকা হয়েছে ১৮ বছর বয়সী মাফাকাকে। এছাড়া সুযোগ পেয়েছেন মিডল-অর্ডার ব্যাটসম্যান জেসন স্মিথ।

চলতি বছরের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে প্রোটিয়াদের সেমি-ফাইনালে তোলার পেছনে বড় অবদান রাখেন মাফাকা। মাত্র ৯.৭১ গড়ে তিনি নেন ২১ উইকেট। পরে তিনিই পান টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারের স্বীকৃতি।

এর আগেই লায়ন্সের হয়ে রাজ্য ক্রিকেটে অভিষেক হয় মাফাকার। যুব বিশ্বকাপ মাতানোর পর তিনি ডাক পান আইপিএলের দল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে। এই সব কিছুই হয় মাত্র তিন মাসের মধ্যে। আর এবার পর তার সামনে হাতছানি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের।

অল্প কিছু দিনের ক্যারিয়ারে স্বীকৃত ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত ২টি প্রথম শ্রেণি, ২টি লিস্ট 'এ' ও ১১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন মাফাকা। গতি ও নিয়ন্ত্রণের দারুণ সমন্বয়ে এরই মধ্যে বেশ কিছু ম্যাচে নজর কেড়েছেন তিনি।

আইপিএল অভিষেকটা অবশ্য ভালো হয়নি মাফাকার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ৪ ওভারে ৬৬ রান দেন তিনি। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে নিজের প্রথম ম্যাচে সবচেয়ে বেশি রান খরচের রেকর্ড এটি।

মাফাকার মতো প্রথমবার জাতীয় দলে এসেছেন ২৯ বছর বয়সী স্মিথ। ২০২৩-২৪ মৌসুমের সিএসএ টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জে ফাইনালিস্ট ডলফিনসের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। সব মিলিয়ে এই সংস্করণে ৭৯ ম্যাচে তার সংগ্রহ ১ হাজার ৪০৪ রান।

নতুন ও পুরোনো ক্রিকেটাদের নিয়ে গড়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোয়াড। সবশেষ বিশ্বকাপ থেকে এই দলে না থাকাদের মধ্যে অন্যতম কুইন্টন ডি কক। অন্য দুই সংস্করণ ছেড়ে দিলেও, এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর ঘোষণা করেননি তিনি।

ডি কক ছাড়াও হাইনরিখ ক্লসেন, আনরিক নরকিয়া, ডেভিড মিলার ও তাব্রেইজ শামসিকেও রাখা হয়নি দলে। একই সময়ে সিপিএল (ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ) খেলার কথা তাদের। অবশ্য সিপিএলে দল পাওয়া ট্রিস্টান স্টাবসকে দলে নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া কেশাভ মহারাজ, কাগিসো রাবাদা ও মার্কো ইয়ানসেনকে বিশ্রাম দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে স্পিন বিভাগে মূল দায়িত্ব থাকবে বিয়ন ফোরটানের কাঁধে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অপেক্ষমাণ তালিকায় ছিলেন তিনি।

পেস বিভাগে লুঙ্গি এনগিডির সঙ্গে রাখা হয়েছে ওটনিয়েল বার্টমান, নান্দ্রে বার্গার ও লিজাড উইলিয়ামসকে। এছাড়া পেস অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন ভিয়ান মুল্ডার ও প্যাট্রিক ক্রুগার। বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়া রাসি ফন ডার ডাসেন জায়গা ফিরে পেয়েছেন। ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে আগামী ২৩ অগাস্ট শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। একই মাঠে পরের দুই ম্যাচ ২৫ ও ২৭ তারিখ।

দক্ষিণ আফ্রিকা স্কোয়াড: এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিয়েল বার্টমান, নান্দ্রে বার্গার, ডোনোভান ফেরেইরা, বিয়ন ফোরটান, রিজা হেনড্রিকস, প্যাট্রিক ক্রুগার, কিউনা মাফাকা, ভিয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, রায়ান রিকেলটন, জেসন স্মিথ, ট্রিস্টান স্টাবস, রাসি ফন ডার ডাসেন, লিজাড উইলিয়ামস।

উয়েফা সুপার কাপ

ট্রফি জিতেই রিয়াল মাদ্রিদে শুরু এমবাপের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথমার্ধের ধারহীন রিয়াল মাদ্রিদ বিরতির পর উপহার দিল নজরকাড়া পারফরম্যান্স। দলটির জার্সিতে অভিষেকের উপলক্ষ গোল করে রাঙালেন কিলিয়ান এমবাপে। আতালান্তাকে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপ জিতল কার্লো আনচেলত্তির দল।

পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে বুধবার (১৪ আগস্ট) রাতে ২-০ গোলে জিতেছে রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধে ফেদে ভালভের্দে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান এমবাপে। একটি করে অ্যাসিস্ট করেন জুড বেলিংহ্যাম ও ভিনিসিউস জুনিয়র।

মৌসুমের শুরুতে আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ জয়ীর মধ্যে হয়ে থাকে এক ম্যাচের এই শিরোপা লড়াই। এই নিয়ে ষষ্ঠবার ট্রফিটি জিতল রিয়াল, সবচেয়ে বেশিবার জয়ের রেকর্ড একার করে নিল তারা। ছাড়িয়ে গেল পাঁচবার করে জেতা বার্সেলোনা ও এসি মিলানকে।

এই বছরে রিয়ালের এটি চতুর্থ শিরোপা; গত জানুয়ারিতে স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ের পর তারা ঘরে তোলে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। কোচ হিসেবে রেকর্ড পাঁচবার (রিয়ালের হয়ে তিনবার, এসি মিলানের হয়ে দুইবার) উয়েফা সুপার কাপ জিতলেন আনচেলত্তি। তিনি ছাড়িয়ে গেলেন চারবার জেতা পেপ গুয়ার্দিওলাকে।

প্রথমার্ধে গোলের জন্য তিনটি শট নিয়ে একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি রিয়াল। সেখানে দ্বিতীয়ার্ধে ১০টি শট নিয়ে ৬টি লক্ষ্যে রাখে তারা। পুরো ম্যাচে আতালান্তার ৭ শটের ২টি লক্ষ্যে ছিল।

পঞ্চদশ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় রিয়াল। ভালভের্দের পাসে বক্সে প্রথম স্পর্শে এমবাপের শট ঠেকিয়ে দেন আতালান্তার এক ডিফেন্ডার। ২৪তম মিনিটে নিজেদের ভুলে গোল খেতে বসেছিল রিয়াল। ডান দিক থেকে আতালান্তার মার্টেন ডে রুনের ক্রস ক্লিয়ার করার চেষ্টায় হেড করেন রিয়াল ডিফেন্ডার এদের মিলিতাও, বল লাগে ক্রসবারে।

বিরতির আগে দারুণ একটি সুযোগ পায় রিয়াল। ১০ গজ দূর থেকে রদ্রিগোর শট লাগে ক্রসবারে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দুর্দান্ত সেভে জাল অক্ষত রাখেন থিবো কোর্তোয়া। মারিও পাসালিকের হেড ডান দিকে ঝাঁপিয়ে এক হাতে ব্যর্থ করে দেন রিয়ালের বেলজিয়ান গোলরক্ষক।

৫৯তম মিনিটে 'ডেডলক' ভাঙে রিয়াল। বেলিংহ্যামের পাস বক্সে খুঁজে পায় ভিনিসিউসকে। বাঁ দিকের বাইলাইনের কাছাকাছি থেকে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের পাসে ফাঁকা জালে বল পাঠান অরক্ষিত ভালভের্দে।

৬১তম মিনিটে ভিনিসিউসের একটি শট ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক হুয়ান মুসো। পরের মিনিটে দুর্দান্ত সেভে ব্যবধান বাড়তে দেননি তিনি। বেলিংহ্যামের শট আতালান্তার এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে জালে জড়াতে যাচ্ছিল, গোললাইন থেকে বল ক্লিয়ার করেন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক।

দ্বিতীয় গোলের জন্য বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষায় থাকতে হয়নি রিয়ালকে। ৬৮তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অভিষিক্ত এমবাপে। বেলিংহ্যামের পাসে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে ডান পায়ের শটে লক্ষ্যভেদ করেন বিশ্বকাপ জয়ী ফরাসি তারকা।

৮৩তম মিনিটে এমবাপেকে তুলে ব্রাহিম দিয়াসকে নামান আনচেলত্তি। শেষ দিকে তুলে নেওয়া হয় বেলিংহ্যাম ও ভিনিসিউসকেও। তবে জয় নিয়ে ভাবতে হয়নি রিয়ালকে। আগামী রবিবার রিয়াল মায়োর্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে লা লিগা শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরু করবে আনচেলত্তির দল।

ক্যারিয়ার সেরা র‍্যাংকিংয়ে রোহিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুরুষদের ওয়ানডে ক্রিকেট র‍্যাংকিংয়ে মৌলিক একটি পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা উঠে এসেছেন ক্যারিয়ার সেরা র‍্যাংকিং দুই নম্বরে। স্থানচ্যুত হয়েছেন শুভমান গিল। এক নম্বর স্থান অক্ষত রয়েছে। বাবর আজম টিকিয়ে রেখেছেন শীর্ষস্থান। চতুর্থ স্থানে যৌথভাবে ভারতীয় গ্রেট ভিরাট কোহলির সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের হ্যারি টেক্টর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আজ বুধবার সাপ্তাহিক র‍্যাংকিং হালনাগাদ করেছে। যাতে বাবরের রেটিং ৮২৪ এবং রোহিতের ৭৬৫। প্রতিবেশী দুদেশের অধিনায়কের রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান ৫৯।

রোহিতের সফলতার মূলে শ্রীলঙ্কা সিরিজ। লঙ্কানদের বিপক্ষে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ ব্যবধানে হারলেও দুর্দান্ত ব্যাটিং উপহার দিয়েছেন সফরকারী দলের অধিনায়ক। দুটি ফিফটি হাঁকান তিনি। ৫২.৩৩ গড়ে তিন ম্যাচে করেন ১৫৭ রান। যা তাকে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ দুইয়ে জায়গা করে দেয়। লঙ্কান সিরিজে শ্রীলঙ্কার চার ব্যাটার আভিষ্কা ফার্নান্দেজ, কুশল মেন্ডিস, নিশাঙ্কা ও দুনিথ ভেল্লালাগে তিন অঙ্কের ম্যাজিকাল ফিগার স্পর্শ করেন। ফলও পান অল্পসময়ে। সেরা দশে উঠে এসেছেন নিশাঙ্কা। পাঁচ ধাপ উন্নতি হয়েছে মেন্ডিসের। ৩৯তম স্থানে এখন তিনি। ২০ ধাপ এগিয়ে ৬৮তম স্থানে আভিষ্কা। আর ভেল্লালাগে ১৭ ধাপ এগিয়ে ৫৯তম স্থানে উঠে এসেছেন।

ভারতের বোলিং কোচের দায়িত্বে মর্নে মর্কেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশ কিছু দিন ধরেই চলছিল আলোচনা। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে এলো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক পেসার মর্নে মর্কেলকেই বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিল ভারত।

৩৯ বছর বয়সী মর্কেলকে দায়িত্বটি দেওয়ার কথা বুধবার নিশ্চিত করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের সচিব জয় শাহ। ভারতীয় সাবেক পেসার পারাস মামব্রের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন মর্কেল।

ভারতের কোচিং স্টাফে সঙ্গী হিসেবে মর্কেল পাচ্ছেন প্রধান কোচ গৌতাম গাম্ভির, সহকারী কোচ আভিশেক নায়ার ও রায়ান টেন ডেসকাট এবং ফিল্ডিং কোচ টি দিলিপকে।

মার্কেলকে বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন গাম্ভির। আইপিএলে লাক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে দুই মৌসুম একসঙ্গে কাজ করেছিলেন তারা। এসএ টি-টোয়েন্টিতেও ডারবান সুপার জায়ান্টের কোচিং স্টাফে ছিলেন দুইজন।

পাকিস্তানের ফাস্ট বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেন মর্কেল। বিশ্বকাপে দলের ব্যর্থতার পর গত নভেম্বরে নিজে থেকেই দলটির দায়িত্ব ছেড়ে দেন তিনি। খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টেনে দেওয়ার পর আরও অনেক দলের কোচিং স্টাফেও ছিলেন সাবেক এই ফাস্ট বোলার।

১২ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৮৬ টেস্ট, ১১৭ ওয়ানডে ও ৪৪ টি-টোয়েন্টি খেলেন মর্কেল। সব মিলিয়ে তার আন্তর্জাতিক উইকেট ৫৪৪টি।

আরও পাঁচ বছর

ইন্টারে লাওতারো মার্তিনেজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুঞ্জনটা অনেক দিন ধরেই ছিল, ইন্টার মিলানের সঙ্গে নতুন চুক্তি করতে পারেন লাওতারো মার্তিনেজ। শেষ পর্যন্ত সিরি আর ক্লাবেই ফের চুক্তি নবায়ন করেছেন আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী তারকা। নতুন চুক্তি অনুযায়ী ২০২৯ সালের জুন পর্যন্ত নেরাজ্জুরিদের হয়ে খেলবেন তিনি।

সোমবার এক বিবৃতি দিয়ে মার্তিনেজের চুক্তি নবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইন্টার মিলান। অথচ প্রায় প্রতি মৌসুমেই তার ক্লাব ছাড়ার গুঞ্জন উঠে আসছিল। তবে ইউরোপে ইন্টারের হয়েই খেলে চলেছেন এ ফরোয়ার্ড। খেলবেন আরও পাঁচ মৌসুম।

নতুন চুক্তির বিষয়টি সর্বশেষ ২০২৩-২৪ মৌসুমের শেষ দিকেই প্রায় চূড়ান্ত ছিল। মৌখিক আলোচনা হয়েছিল গত ডিসেম্বরে। তবে নানা কারণে ঝুলে থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়েছে চুক্তিটি। আগের চুক্তি অনুযায়ী ২০২৬ সাল পর্যন্ত সানসিরোতে খেলার কথা ছিল মার্তিনেজের।

জানা গেছে, নতুন চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মৌসুমে ৭ মিলিয়ন ইউরো বেতন পাবেন মার্তিনেজ। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৯০ কোটি টাকা। তাতে ক্লাবের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী হয়ে উঠবেন ইন্টারের জার্সিতে এখন পর্যন্ত দুটি করে সিরি আ, ইতালিয়ান কাপ ও ইতালিয়ান সুপার কাপ জেতা এ ফরোয়ার্ড।

এর আগে ২০১৮ সালে আর্জেন্টিনার রেসিং ক্লাব থেকে ইন্টার মিলানে যোগ দেন মার্তিনেজ। ইতালিতে প্রথম মৌসুম থেকেই জ্বলে ওঠেন তিনি। গত মৌসুমে তো ছিলেন দুর্দান্ত ছন্দে; ২৪ গোল করে সিরি আর সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। এ ছাড়া ২০২৩-২৪ মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়ও নির্বাচিত হন মার্তিনেজ।

ভারত সিরিজে

ফেরার আশা এবাদতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লম্বা সময় ধরে মাঠের বাইরে এবাদত হোসেন। গত বছরের জুলাইয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে তার বাঁ পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল। লন্ডনে পরের মাসে তাকে যেতে হয় অস্ত্রোপচারের ছুরি-কাঁচির নিচে। বর্তমানে আছেন ৪৮ সপ্তাহের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষে পুরোদমে বোলিং করা থেকে অল্প দূরে। টাইগার পেসার ইতোমধ্যে বিসিবির মেডিকেল বিভাগ থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। এবাদত আগামী চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ম্যাচ ফিটের ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন। এরপর ডানহাতি এই পেসারের খেলা না খেলা নির্ভর করবে টিম ম্যানেজমেন্টের ওপর। টাইগার স্পিডস্টার পাখির চোখ করেছেন ভারতের বিপক্ষে সিরিজ।

বাংলাদেশ দল এখন আছে পাকিস্তান। দুটি টেস্ট খেলার পর নাজমুল হোসেন শান্তরা উড়াল দেবে ভারতে। ১৯ সেপ্টেম্বর চেন্নাইতে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারত প্রথম টেস্ট। বুধবার মিরপুরে ওই সিরিজ দিয়ে ফেরার আশা জানান ইবাদত।

টাইগার পেসার বলেন, 'আমার লক্ষ্য ভারতের সঙ্গে যাতে খেলতে পারি। নির্ভর করবে যে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে ফেরাটা কতটুকু ইতিবাচক হবে। যেহেতু ভারতে দুইটা টেস্ট ম্যাচ আছে। তার আগে যদি টেস্ট ফিটনেসটা ফিরে পাই। আমার কাছে মনে হয় এখনো সুযোগ আছে। ভারত সিরিজের আগে নিজেদের মধ্যে যদি চার দিনের একটা ম্যাচ খেলা যায়, সেখানে খেলার সুযোগ পেলে বিচার করতে পারব টেস্ট খেলতে কতটুকু ফিট। ইনশা আল্লাহ দেখা যাক।'

লম্বা সময় পূনর্বাসনে থাকতে হয়েছিল এবাদতকে। পুনর্বাসনের সময়টা তাঁর কেমন কেটেছে জানতে চাইলে গণমাধ্যমকে ইবাদত বলেন, 'সত্যি কথা, সেটা অনেক কষ্টের এক সময় ছিল। সেটা মনে করতেও চাই না এখন। কারণ সেই সময়টা এমন ছিল যে সব সময় একা একাই লাগত। খেলোয়াড় হিসেবে আমি সব সময় মাঠে থাকব, খেলব প্রথম ছিল সেই কষ্ট। দ্বিতীয়ত হাঁটতেই পারছি না যে আমি একটু বাইরে যাব বা কারও সঙ্গে দেখা করব। কোনো সুযোগই ছিল না সেই সময়।'

বিসিবির স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ ইয়াকুব চৌধুরী ডালিম বলেছিলেন, এবাদতের লক্ষ্য যত দ্রুত মাঠে ফেরা। নেটে কিংবা অনুশীলনে দেখে যদি ম্যানেজমেন্টের মনে হয় রিদমে আছেন তাহলে ভারত সিরিজেও তাকে বিবেচনা করতে পারেন। পূর্ণ ছন্দে বোলিং করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন ইবাদত। তিনি বলেন, 'ট্রেনার আমাকে একটা প্রোগ্রাম দিয়েছেন যে শেষ পর্যায়ে এসে কীভাবে বোলিং করা লাগে, ফিটনেস ধরে রাখতে হয়। সেটাই অনুসরণ করছি আপাতত। বোলিং ইনটেনসিটি ৮০ শতাংশই আছে। তাই আশা করছি দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহের মধ্যে যেন পূর্ণ ছন্দে বোলিং করতে পারি।'

২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক এবাদতের। এখন পর্যন্ত খেলেছেন ২০টি টেস্ট, ১২টি ওয়ানডে ও ৪টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। বাংলাদেশের পেস ইউনিটের এই স্তম্ভের মাঠে ফেরা এখন সময়ের ব্যাপার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR